যুলফে মুস্তফার কসম!

(মুস্তফা ﷺ'র চুলের শপথ)

19-September-2025

জুমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

د جُمعَةُ المبارک

মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা এবং দাওয়াতে ইসলামীর "মসজিদের ইমাম" বিভাগ
কর্তৃক পরিচলিত মাসজিদ সমূহের জন্য
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ইং (২৬ রবিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরী) এর পবিত্র জুমার

কুরআনী বয়ান

(পারা: ৩০, সূরা দুহা, আয়াত: ২-১)

যুলফে মুস্তফার কসম!

(মুস্তফা ﷺ'র চুলের শপথ)

এই বয়ানে আপনারা জানতে পারবেন...

- ... রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চুল মুবারকের পবিত্র গুণাবলী
- ... চুল মুবারকের অসাধারণ বরকত
- ... চুল মুবারকের তিনটি পূর্ণতা
- ... অমুসলিম সৈন্যদের পা সরে গিয়েছিল

উপস্থাপনায়:
আল মদীনাতুল ইলমিয়া
(Islamic Research Center)
(বিভাগ: দাওয়াতে ইসলামীর বয়ান)

Contents

দুরুদ শরীফের ফযীলত ৩
(১) নিষ্পাপ মাহবুবের শপথ! ৫
পবিত্র সীরাত একটি প্রমাণ ৭
অমুসলিম কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল ৮
সুন্নাতের উপর আমলের ফযীলত ১১
যুলফে মুস্তফার শপথ! ১১
চুল মুবারকের পবিত্র বৈশিষ্ট্য ১৩
মাথা ও দাড়িতে তেল লাগাতেন ১৪
পবিত্র চুলের অনন্য বরকত ১৫
আক্বা করীম চুল মুবারক দান করেছেন ১৬
পবিত্র চুলের ৩টি পূর্ণতা ১৮
পবিত্র চুল শিফাদানকারী ২১
চুল মুবারক দ্বারা শিফা পাওয়া যায় ২২
পবিত্র চুলের সম্মান করা ফরয ২৩
পবিত্র চুল বিজয় দানকারী ২৩
অমুসলিম সৈন্যদের পা সরে গিয়েছিল ২৪
পবিত্র চুল মুবারক ওলীদের সাহায্যকারী ২৬
ফায়যানে হাদিস মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ২৮
সঠিক কোনটি? ৩০
আসমাউল হুসনার বরকত (ওয়াযীফা) ৩১

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ত করলাম)

দুরুদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: নিঃসন্দেহে তোমাদের নাম ও পরিচয় আমার কাছে পেশ করা হয়, সুতরাং আমার উপর আহসান (অর্থাৎ সর্বোত্তম শব্দে) দরূদ শরীফ পাঠ করো।

(মুসান্নিফ আব্দুর রাজ্জাক, খন্ড: ২, পৃ: ১৪০, হাদিস: ৩১১৬)

দুখো নে তুম কো জো ঘেরা হে তু দুরুদ পড়ো
জো হাযিরি কি তামান্না হে তো দুরুদ পড়ো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى فِي الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْم (অর্থাৎ আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেন:

وَالضُّحٰى ۙ﴿۱﴾ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۙ﴿۲﴾ **(পারা: ৩০, সূরা: দুহা, আয়াত: ১-২)**

صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْم وَ صَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা পারা: ৩০, সূরা দুহার প্রথম ২ আয়াত শোনার সৌভাগ্য লাভ করেছি। এই আয়াতগুলোর তিনটি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে: (১) ضُحٰى দ্বারা উদ্দেশ্য: যখন আল্লাহ পাক হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام-কে ফেরাউনের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেছিলেন এবং وَالَّيْل দ্বারা উদ্দেশ্য: মিরাজের রাত। (২) দুহা দ্বারা মুস্তফার জ্ঞানের পবিত্র নূর উদ্দেশ্য এবং وَالَّيْل দ্বারা তাঁর ক্ষমা ও উদারতার পবিত্র অভ্যাস উদ্দেশ্য, যেমন রাত যখন ছেয়ে যায় তখন সবকিছু ঢেকে দেয়, তেমনি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমা ও উদারতার মহিমা গুনাহগুলোকে ঢেকে দেয়। (৩) এর তৃতীয় ও অত্যন্ত ঈমান উদ্দীপক অর্থ আমরা শুনেছিলাম যে, দুহা দ্বারা মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র চেহারা উদ্দেশ্য এবং وَالَّيْل দ্বারা মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র যুলফ উদ্দেশ্য।

(তাফসীরে রুহুল মাআনী, পারা: ৩০, সূরা: দুহা, আয়াতের পাদটীকা: ২, খন্ড: ৩০, পৃ: ৫২০)

হে কালামে ইলাহী মে শামস ও দুহা, তেরে চেহরায়ে নুর ফযা কি কসম!
কসমে শবে তার মে রায ইয়ে থাহ কেহ হাবীব কি যুলফে দোতা কি কসম!

(হিদায়িকে বখশিশ, ৮০ পৃ:)

ব্যাখ্যা: হে আমার নূর ওয়ালা আকা! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কুরআন মজীদে وَالشَّمْسِ এবং وَالضُّحٰى বলে আল্লাহ পাক আপনার পবিত্র চেহারা মুবারকের শপথ করেছেন এবং وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى বলে আপনার সুন্দর সুন্দর চুল মুবারকের শপথ করেছেন।

আজ আমরা ! اِنْ شَآءَ الله এই দুটি পবিত্র আয়াতের ব্যাখ্যা শুনব এবং এর সাথে রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র চুল মুবারকের সুন্দর আলোচনা করব।

(১) নিষ্পাপ মাহবুবের শপথ!

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: وَالضُّحٰى এবং وَالَّيْل দ্বারা রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিকও উদ্দেশ্য হতে পারে। **(তাফসীরে কবীর, পারা: ৩০, সূরা দুহা, আয়াতের পাদটীকা: ২, খন্ড: ১১, পৃ: ১৯২)**

এর অর্থ এই যে, যখন দিন শুরু হয়, তখন সবকিছু উজ্জ্বল এবং সুস্পষ্ট হয়ে যায়, যখন রাত আসে, তখন সবকিছু ঢেকে যায়। তাই ইমাম রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলছেন যে, এই দুটি শব্দ দ্বারা (১) وَالضُّحٰى শব্দ দ্বারা এবং (২) وَالَّيْل শব্দ দ্বারা সীরাতে মুস্তফা উদ্দেশ্য। সীরাতে তায়্যিবারও দুটি দিক আছে: ✯ একটি হল রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সেই সীরাত, তাঁর সেই কাজ, সেই চরিত্র, সেই পবিত্র অভ্যাস যা মানুষের সামনে প্রকাশ্য এবং ✯ অন্যটি হল সেই পবিত্র সীরাত, সেই অতুলনীয় চরিত্র, সেই মর্যাদা, সেই গুণাবলী যা মানুষের কাছ থেকে গোপন, একমাত্র আল্লাহ পাকই সেগুলো জানেন। ! اَلْحَمْدُ لِلّٰه সীরাতে মুস্তফার এই দুটি দিকই নিষ্পাপ। সুতরাং আল্লাহ পাক যেন বলছেন: হে প্রিয় মাহবুব ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার সেই সীরাত, সেই চরিত্র, সেই পবিত্র অভ্যাস যা মানুষের সামনে প্রকাশ্য, তাও নিষ্পাপ, তেমনি আপনার সেই পবিত্র সীরাত, সেই পবিত্র মর্যাদা যা আমার এবং আপনার মধ্যে গোপন রহস্য, তাও নিষ্পাপ। হে প্রিয় মাহবুব ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার এই উভয় প্রকারের নিষ্পাপ

সীরাতের কসম! আপনার রব আপনাকে ত্যাগ করেননি এবং আপনার উপর অসন্তুষ্টও হননি।

سُبْحَانَ الله! আমার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কেমন মর্যাদা! তাঁর জীবনী এত পবিত্র যে, তাঁর রব তাঁর এই পবিত্র জীবনের কসম খাচ্ছেন। দরবারে রিসালতের কবি, সাহাবীয়ে রাসূল হযরত হাসসান বিন সাবিত رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কত সুন্দর বলেছেন:

وَاَحْسَنُ مِنْکَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِى وَاَجْمَلُ مِنْکَ لَمْ تَلِدِ النِّسَآءُ

خُلِقْتَ مُبَرَّءً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ كَاَنَّکَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَآءُ

ওয়া আহসানু মিনকা লাম তারা কাত্তু আইনী,
ওয়া আজমালু মিনকা লাম তালিদিন নিসাউ
খুলিক্বতা মুবাররা'আম মিন কুল্লি 'আইবিন,
কা আন্নাকা ক্বদ খুলিক্বতা কামা তাশাউ

(দিওয়ানে হাসসান বিন সাবিত, ক্বাফিয়াতুল হামযা, খালাকতু মুবাররআন, ৭৫ পৃ:)

(অনুবাদ: আপনার চেয়ে সুন্দর আমার চোখ কখনো দেখেনি, আপনার চেয়ে সুন্দর কোনো মা জন্ম দেননি। আপনাকে সব দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত করে সৃষ্টি করা হয়েছে, যেন আপনাকে আপনার ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টি করা হয়েছে।)

আর হাসসানুল হিন্দ (অর্থাৎ ভারতে হযরত হাসসান বিন সাবিত رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ফায়েযপ্রাপ্ত) ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কত সুন্দর কথা বলেছেন:

وہ کمالِ حُسنِ حُضُور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں
یہی پُھول خار سے دُور ہے، یہی شمع ہے کہ دُھواں نہیں

ওহ কামালে হুসনে হুযুর হে কেহ গুমানে নকসে জাহাঁ নেহী
ইয়েহী ফুল খার সে দূর হে, ইয়েহী শময়ে হে কেহ ধুয়াঁ নেহী

(হিদায়িকে বখশিশ, ১০৭ পৃ:)

ব্যাখ্যা: আমার প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্য এমনই নিখুঁত ও অতুলনীয় যে, এতে কোনো প্রকার ত্রুটি বা খুঁতের ধারণাও বিদ্যমান নেই। এটাই সেই অনন্য ফুল যার সাথে কোনো কাঁটা নেই, এটাই সেই পবিত্র মোমবাতি যার সাথে কোনো ধোঁয়া নেই।

পবিত্র সীরাত একটি প্রমাণ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه! এই বিষয়টি সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও পরিষ্কার যে, আমাদের আক্বা ও মাওলা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আল্লাহ পাক নির্দোষ রেখেছেন এবং এতটাই নির্দোষ রেখেছেন যে, তাঁর পবিত্র দেহ ও পোশাকে মাছিকেও বসার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

(কিতাবুশ শিফা, আল বাবুর রা'বে, ফাসলু ওয়া মান যালিক মা যাহার, খন্ড: ১, পৃ: ২৭৩ সারসংক্ষেপ)

বরং এর চেয়েও বড় পবিত্রতা রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আর কী হতে পারে যে, আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র সীরাত, তাঁর পবিত্র চরিত্র, তাঁর পবিত্র জীবনকে তাঁর নবুয়ত ও সত্যের প্রমাণ বানিয়েছেন। কুরআনে করীমে রয়েছে, যখন মক্কার কাফেররা রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নবুয়তের উপর আপত্তি উত্থাপন করেছিল, তখন আল্লাহ পাক বলেছিলেন: হে মাহবুব! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের বলুন!

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهٖ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۶﴾

(পারা: ১১, সূরা: ইউনুস, আয়াত: ১৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: অতঃপর আমি এর পূর্বে তোমাদের মধ্যে স্বীয় একটা আয়ুষ্কাল অতিবাহিত করেছি সুতরাং তোমাদের কি বিবেক নেই?

অর্থাৎ হে মক্কার কাফেররা! আমি তোমাদের মাঝে, তোমাদের চোখের সামনে ৪০ বছরের জীবন কাটিয়েছি, তোমরা আমার সত্যতাও চেনো, আমার আমানতদারীও খুব ভালোভাবে চেনো, আমার তারুণ্যের বয়সও তোমাদের চোখের সামনে কেটেছে, তোমরা খুব ভালোভাবে জানো যে, আমি কখনো আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা করিনি, **(তাফসীরে কুরতুবী, পারা: ১১, সূরা ইউনুস, আয়াতের পাদটীকা: ১৬, খন্ড: ৮, পৃ: ১৬২)** (কখনো মিথ্যা বলিনি, তাহলে কি এখন আমি আল্লাহ পাকের উপর মিথ্যা আরোপ করব, এই মিথ্যা দাবি করব যে, আল্লাহ পাক আমাকে নবী বানিয়েছেন এবং আমার উপর কিতাব নাযিল করেছেন...? তোমাদের কি বিবেক নেই...?)

تری صُورت تری سیرت زمانے سے نرالی ہے
تری ہر ہر ادا پیارے دلیلِ بے مثالی ہے

তেরি সূরত তেরি সিরত যমানে সে নিরালী হে
তেরি হার হার আদা পিয়ারে দলিল বে মেসালী হে

(যওকে নাত, ২৩০ পৃ:)

অমুসলিম কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه! এইগুলো আমার প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহিমা, আল্লাহ পাক তাঁকে প্রতিটি দোষ থেকে মুক্ত রেখেছেন। কথাটি একেবারেই স্পষ্ট, কিন্তু নির্বুদ্ধিতার কী করা যায়, এমন নির্বোধও দুনিয়াতে পাওয়া যায়, যারা গুণাবলীকে দোষের রঙ দিয়ে

مَعَاذَ الله! আপত্তি করত। একবার কয়েকজন অমুসলিম কোথাও বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল, আলোচনার মাঝে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কথা শুরু হলো, স্বাভাবিকভাবেই তারা অমুসলিম ছিল, ভালো কথা তো বলবে না, কথায় কথায় এই আলোচনা শুরু হলো যে, রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ১১টি বিবাহ করেছেন। এখন সমস্ত অমুসলিম একে একে তাদের মতামত প্রকাশ করতে লাগল, তাদের মধ্যে বসা একজন অমুসলিম যখন এই আলোচনা শুনল, তখনই সে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল, বাকিরা তাকে জিজ্ঞাসা করল: এর মধ্যে তুমি এমন কী দেখলে যে তুমি তোমার ধর্ম পরিবর্তন করছ? তখন সেই নওমুসলিম বলল: দেখো! সেই ব্যক্তিত্ব যাকে আল্লাহ পাক অতুলনীয় সৌন্দর্য দান করেছেন, অতুলনীয় শক্তি দান করেছেন এবং সেই যুগও কেমন? যাকে জাহেলিয়াতের যুগ বলা হয়, যেখানে অশ্লীলতা, নগ্নতা, নির্লজ্জতা একেবারেই সাধারণ ছিল, এমন যুগে, এমন অতুলনীয় সৌন্দর্যের অধিকারী একজন ব্যক্তি তার তারুণ্য পবিত্রতার সাথে কাটিয়ে দেন, তারপর ২৫ বছর বয়সে বিবাহ করেন তো কার সাথে? ৪০ বছর বয়সী একজন বিধবা মহিলার সাথে, তারপর তার যৌবনের সমস্ত বছর তার সাথেই কাটান। এতে বোঝা যায় যে, মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم مَعَاذَ الله! নফসের কামনা–বাসনার উপর চলতেন না বরং তার প্রতিটি কাজ, প্রতিটি ভঙ্গি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির অধীনে চলত, সুতরাং যিনি এমন গুণাবলী সম্পন্ন, তিনি একজন সত্য নবীই হতে পারেন।

(তুহফায়ে মেরাজুন নবী, ৩৭৭ পৃ: সারসংক্ষেপ)

تری سیرت نے لاکھوں بت پرستوں کو کیا مومن
تری صورت دوائے درد منداں یارسولَ اللہ!

তেরি সীরত নে লাখো বুত পরস্তী কো কিয়া মুমিন
তেরি সূরত দাওয়ায়ে দরদ মন্দাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ!

(ক্ববালায়ে বখশিশ, ২২৮ পৃ:)

!الله! الله প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হল আমাদের আক্বা ও মাওলা নবী মুস্তফা صَلَّی اللهُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সীরাত, নির্দোষ সীরাত, শত শত বছর পরেও যদি কেউ বিদ্বেষের পর্দা সরিয়ে সত্য মন দিয়ে তাঁর পবিত্র জীবনী পড়ে নেয়, তাহলে কালেমা পাঠ না করে থাকতে পারে না। সুতরাং আল্লাহ পাক সেই পবিত্র সীরাতের শপথ করে বলেছেন:

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰىؕ ﴿۳﴾

(পারা ৩০, সূরা দুহা, আয়াত ৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেননি এবং না অপছন্দ করেছেন।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে এমন পবিত্র আদর্শবান ওয়ালা নবী صَلَّی اللهُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সুন্দর সুন্দর, ভালো ভালো, অনন্য পবিত্র জীবনীর অনুসরণ করার তৌফিক দান করুক। আজকাল মানুষ !مَعَاذَ الله অন্যদেরকে নকল করে, অমুসলিমদের মতো আচরণ করে। হায় আফসোস! যদি আমরা আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সীরাতকে, তাঁর সুন্নাতগুলোকে মাপকাঠি বানাতাম, তাঁর সুন্নাতগুলোর উপর চলতাম। !اِنۡ شَآءَ الله রাসূল صَلَّی اللهُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের বরকতে আমাদের চরিত্রও উজ্জ্বল, সুন্দর, নয়নাভিরাম ও সুশোভিত হয়ে যাবে এবং আল্লাহ পাক চাইলে সুন্নাতের উপর আমলের বরকতে দুনিয়া ও আখেরাতে সফল হয়ে যাব।

সুন্নাতের উপর আমলের ফযীলত

রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুটি বাণী: (১) مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِیْ فَقَدْ اَحَبَّنِیْ وَمَنْ اَحَبَّنِیْ كَانَ مَعِیَ فِی الْجَنَّةِ যে আমার সুন্নাতকে ভালোবাসল, সে আমাকে ভালোবাসল এবং যে আমাকে ভালোবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" **(তারিখে মদীনা দামেস্ক, খন্ড: ৯, পৃ: ৩৪৩)** (২) اَلْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ অর্থাৎ আমার উম্মতের ফেতনার সময় যে আমার সুন্নাতের উপর আমল করবে, তাকে শহীদের সাওয়াব দান করা হবে।

(মু'জামু আউসাত, আমন ইসমুহু মুহাম্মদ, খন্ড: ৪, পৃ: ১১৯, হাদিস: ৫৪১৪)

مطیع اپنا مجھ کو بنا یاالٰہی ! | سدا سنتوں پر چلا یاالٰہی !
تُو انگریزی فیشن سے ہر دَم بچا کر | مجھے سنتوں پر چلا یاالٰہی !
تجھے واسطہ سیدہ آمنہ کا | بنا عاشقِ مصطفےٰ یاالٰہی !

মুতী' আপনা মুঝ কো বানা ইয়া ইলাহী | সদা সুন্নাতো পর চলা ইয়া ইলাহী!
তু আঙ্গরেযী ফ্যাশন সে হার দম বাচা কর | মুঝে সুন্নাতো পর চলা ইয়া ইলাহী!
তুঝে ওয়াস্তা সায়্যিদা আমেনা কা | বানা আশিকে মুস্তফা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০০-১০১ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

যুলফে মুস্তফার শপথ!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক বলেছেন:

وَالضُّحٰى ﴿١﴾ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ﴿٢﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: চাশতের শপথ, এবং রাতের, যখন পর্দা-আবৃত করে।

মুফাসসিরীনে কেরাম এর একটি ঈমান–সতেজকারী অর্থ এটা বর্ণনা করেছেন যে, وَالضُّحٰى দ্বারা রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চেহারা মুবারক উদ্দেশ্য এবং وَالَّيْل দ্বারা রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চুল মুবারকের দিকে ইশারা করা হয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ পাক এই স্থানে নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোকিত মুখ এবং চুল মুবারকের শপথ করেছেন। **(তাফসীরে রুহুল মাআনী, পারা: ৩০, সূরা দুহা, আয়াতের পাদটীকা: ২, খন্ড: ৩০, পৃ: ৫২০)** اَلْحَمْدُ لِلّٰه! গত জুমায় আমরা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরভরা চেহারার সংক্ষিপ্ত আলোচনা শুনেছিলাম, আজ আসুন! যুলফে মুস্তফা সম্পর্কে শুনি:

میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے گیسو
عروجِ حُسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو
زیارت گیسوؤں کی ہے نبی کی دید کا حِصّہ
وہ ہے خوش بخت جو دیکھے میرے سرکار کے گیسو
جہاں میں عشق و مستی کی یہ خوشبو اس لئے پھیلی
کہ ہوا کہ دوش پر مہکے میرے سرکار کے گیسو

মেরে মাবুদ কো পিয়ারে মেরে সরকার কে গেসো
উরুজে হুসন সে আগে মেরে সরকার কে গেসো
যিয়ারত গিসোঁ কি হে নবী কি দিদ কা হিসসা
ওহ হে খুশ বখত জো দেখে মেরে সরকার কে গেসোঁ
জাহাঁ মে ইশক ও মাস্তী কি ইয়ে খুশবু ইস লিয়ে পেহলী
কেহ হাওয়া কেহ দোশ পর মেহকে মেরে সরকার কে গেসো

চুল মুবারকের পবিত্র বৈশিষ্ট্য

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র চুল না ছিল কোঁকড়া, না ছিল একেবারে সোজা, বরং (এই দুই অবস্থার মাঝামাঝি ছিল) তাঁর পবিত্র চুল তাঁর কানের লতি পর্যন্ত ছিল।

(আশ শামায়িলুল মাহমদীয়া, বাবু মা জাআ ফি শে'রে রাসূলুল্লাহ, ১০৭-১০৮ পৃ:, হাদিস: ২৭ সারসংক্ষেপ)

نہ گھونگھر والے، نہ بالکل سیدھے، وہ گیسو خمیدہ ہیں
گھنے اور رنگ میں کالے میرے سرکار کے گیسو

না ঘুঙ্গার ওয়ালে, না বিলকুল সিধে, ওহ গেসো খমিদাহ হে
ঘনে অর রঙ মে কালে মেরে সরকার কে গেসো

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বদা মাথার চুল সম্পূর্ণ রাখতেন (অর্থাৎ কখনো এমন হয়নি যে, কিছু অংশ ছাঁটা আর কিছু রাখা হয়েছে, রাখলে পুরো মাথার চুল রাখতেন, মুণ্ডন করালে পুরো মাথা মুণ্ডন করাতেন)। তাঁর পবিত্র চুল কখনো কানের অর্ধেক পর্যন্ত থাকত, **(আশ শামায়িলুল মাহমদীয়া, বাবু মা জাআ ফি শে'রে রাসূলুল্লাহ, ১০৪ পৃ:, হাদিস: ২৪)** কখনো কানের লতি পর্যন্ত, আর কখনো তা বেড়ে পবিত্র কাঁধ পর্যন্ত ঝুলে চুম্বন করত।

(আশ শামায়িলুল মাহমদীয়া, বাবু মা জাআ ফি শে'রে রাসূলুল্লাহ, ১০৬-১০৭ পৃ:, হাদিস: ২৫-২৬)

گوش تک سنتے تھے فریاد اب آئے تا دوش
کہ بنیں خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو

ব্যাখ্যা: পবিত্র চুল যখন কান পর্যন্ত ছিল, তখন তাতে ইঙ্গিত ছিল যে, হে উম্মতগণ! এই পবিত্র কান তোমাদের ফরিয়াদ শোনার জন্য। এখন যখন পবিত্র কাঁধ পর্যন্ত এসেছেন, তখন যেন ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, হে

আশ্রয়হীন উম্মতগণ! ভয় পেও না, এই পবিত্র কাঁধ তোমাদের আশ্রয়ের জন্য।

মাথা ও দাড়িতে তেল লাগাতেন

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর পবিত্র মাথা ও দাড়িতে তেল লাগাতেন, চিরুনি করতেন এবং মাথার মাঝখানে সিঁথি কাটতেন। হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অধিকাংশ সময় পবিত্র মাথায় তেল লাগাতেন এবং পবিত্র দাড়িতে চিরুনি করতেন এবং প্রায়শই পবিত্র মাথায় কাপড় রাখতেন, এমনকি সেই কাপড় তেলে ভেজা থাকত।

(আল-শামায়িলুল মুহাম্মাদিয়া, বাবু মা জাআ ফি তারাজ্জুলিল রাসূলিল্লাহ, ১১৪ পৃ:, হাদিস: ৩৩)

شانہ ہے پنجۂ قدرت ترے بالوں کے لئے
کیسے ہاتھوں نے شہا! تیرے سنوارے گیسو

(হিদায়িকে বখশিশ, ১২১ পৃ:)

শানাহ হে পানজায়ে কুদরত তেরে বালো কে লিয়ে
কেইসে হাতো নে শাহা! তেরে সানওয়ারে গেসো

ব্যাখ্যা: রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمএর পবিত্র হাতকে আল্লাহ পাক 'يَدُاللّٰه' (আল্লাহর হাত) বলেছেন। سُبْحَانَ اللّٰه! এগুলো কেমন কুদরতি হাত, যদি এগুলোর ইশারা হয়, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়, ডুবে যাওয়া সূর্য ফিরে আসে, অসুস্থের উপর রাখলে সে সুস্থ হয়ে যায়। এমন পূর্ণ কুদরতি হাত দিয়ে তিনি চুল আঁচড়াতেন। আলা হযরত এ সম্পর্কেই বলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ ! صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কুদরতের হাত (অর্থাৎ সেই পবিত্র হাত যা

يدُاللّٰه, পূর্ণ কুদরতি) আপনার চুলের জন্য চিরুনি। !مَاشَآءَاللّٰه হে শাহে কওনাইন !صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেমন হাত দিয়ে আপনার চুলগুলি সাজানো হয়েছে।

পবিত্র চুলের অনন্য বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক তার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র চুলকে অনন্য মর্যাদা দান করেছেন। যেমনিভাবে তাঁর পবিত্র জীবন নির্দোষ, তেমনি তাঁর পবিত্র চুলও নির্দোষ। যেভাবে তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত অলৌকিক, তেমনি তাঁর পবিত্র চুলকেও অলৌকিক মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

اِک عمر مِلا لُمس تجھے دستِ نبی کا

جب ریشِ نبی میں تُو رہا موئے مبارک

ہجرت کے مراحِل ہوں کہ معراجِ نبی ہو

تھے ہمسفرِ ثور و حرا موئے مبارک

ہر آن رفاقت اسے آقا کی ملی تھی

سدرہ سے وراء ساتھ رہا موئے مبارک

এক উমর মিলা লুমস তুঝে দস্তে নবী কা
জব রিইশে নবী মে তু রহা মুয়ে মুবারক
হিযরত কে মারাহিলে হো কেহ মেরাজে নবী হো
থেহ হামসফরে সাওরে ওয়া হেরা মুয়ে মুবারক
হার আন রাফাক্বাত উসে আক্বা কি মিলি থি
সিদরাহ সে ওয়ারা সাথ রহা মুয়ে মুবারক

আক্বা করীম চুল মুবারক দান করেছেন

হযরত শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পিতা শাহ আবদুর রহিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার আমার জ্বর হয়েছিল এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। এতটাই যে, আমি জীবন থেকে নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম। এরই মধ্যে একবার আমার উপর তন্দ্রাভাব চেপে বসেছিল, আমি স্বপ্নে শায়খ আবদুল আযিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে দেখলাম, তিনি এলেন এবং বললেন: বেটা! রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমার অসুস্থতার খবর নিতে আসছেন এবং সম্ভবত তিনি সেই দিক থেকে আসবেন যেদিকে তোমার খাটের পায়ের দিক রয়েছে, তাই তোমার খাটটি ঘুরিয়ে নাও যাতে তোমার পা সেই দিকে না থাকে। তিনি বলেন: এতটুকু শুনে আমার প্রশান্তি অনুভব হল এবং আমার চোখ খুলে গেল, জ্বরের তীব্রতা ছিল, কথা বলার শক্তি ছিল না, আমি উপস্থিতদের ইশারায় খাট ঘুরিয়ে দিতে বললাম, খাট ঘুরিয়ে দেওয়া হল, (আমার উপর আবার তন্দ্রাভাব চেপে বসল,) অতঃপর স্বপ্নে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আগমন করলেন এবং আমার অসুস্থ অবস্থার উপর দয়া করে বললেন: كَيْفَ حَالُكَ يَا بُنَيَّ؟ "বৎস! কেমন আছ?" আমার মতো লোকের জন্য এমন স্নেহপূর্ণ নির্দেশ...! اَللّٰهُ اَكْبَرُ! এই পবিত্র কথার স্বাদ আমার উপর এমনভাবে বিজয়ী হল যে, আমি আবেগ আপ্লুত হয়ে গেলাম এবং এক অদ্ভুত উন্মত্ত অবস্থা চেপে বসল। তারপর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে এভাবে কোলে নিলেন যে, পবিত্র দাড়ি আমার মাথার উপর ছিল এবং পবিত্র পোশাক আমার অশ্রুতে ভিজে যাচ্ছিল, তারপর ধীরে ধীরে এই অবস্থা শান্তিতে রূপান্তরিত হল। এরই মধ্যে আমার মনে হল যে, বহু বছর ধরে আকাঙ্ক্ষা ছিল যে উম্মতের রক্ষাকর্তা রাসূলে

আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র চুল নসিব হোক, আজ কেমন দয়া হবে যদি আমার আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে এই সম্পদ দান করেন। আমার মনে এই চিন্তা আসার সাথে সাথেই রাসূলে খোদা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার মনের কথা জেনে নিলেন এবং নিজের পবিত্র দাড়িতে হাত বুলিয়ে দুটি পবিত্র চুল আমাকে দান করলেন। আমি পবিত্র চুলের সম্পদ লাভ করলাম কিন্তু আমার মনে এই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল যে, আমি স্বপ্নের অবস্থায় আছি, জানি না জাগ্রত হওয়ার পর এই পবিত্র চুল আমার কাছে থাকবে কিনা? আমার এই চিন্তাও নবুয়তের চক্ষু থেকে গোপন থাকেনি, নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: বৎস! এই দুটি চুল তোমার কাছেই থাকবে।

এরপর, রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে দীর্ঘ জীবন এবং স্বাস্থ্য ও সুস্থতার সুসংবাদ দান করলেন, আর আমি তৎক্ষণাৎ আরাম পেলাম। এরপর আমার চোখ খুলল, আমি দ্রুত প্রদীপ আনতে বললাম এবং দেখলাম যে সেই দুটি পবিত্র চুল আমার হাতে নেই, আমি দুঃখিত হলাম এবং মনে মনে পুনরায় রিসালতের দরবারে মনোযোগী হলাম। ফলস্বরূপ, আমি আবার স্বপ্নে দেখলাম যে উম্মতের দরদী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরিফ এনেছেন এবং বলছেন: বেটা! আমি দুটি চুল তোমার বালিশের নিচে রেখে দিয়েছি, ওখান থেকে নিয়ে নাও!

জাগ্রত হওয়ার পর আমি বালিশের নিচ থেকে সেই দুটি পবিত্র চুল নিয়ে নিলাম এবং অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে একটি পবিত্র স্থানে সংরক্ষণ করলাম। **(আনফাসুল আরিফীন (অনুবাদকৃত), ১১৬ পৃ: সামান্য পরিবর্তন সহ)**

ادا کرتے ہیں وہ سُنّت صحابہ کی جنہوں نے بھی
تبرّک جان کر رکھے میرے سرکار کے گیسو
زیارت گیسوؤں کی ہے نبی کی دید کا حِصّہ
وہ ہے خوش بخت جو دیکھے میرے سرکار کے گیسو

আদা করতে হে ওহ সুন্নাতে সাহাবা কি জিনহো নে ভী
তাবাররুক জান কার রাখখে মেরে সরকার কে গেসো
যিয়ারতে গেঁসু কি হে নবী কি দিদ কা হিসসা
ওহ হে খুশ বখত জো দেখে মেরে সরকার কে গেসো

পবিত্র চুলের ৩টি পূর্ণতা

হযরত শাহ আবদুল রহিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি এই পবিত্র চুলের তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখেছি: (১) প্রথম পূর্ণতা হলো, সেই দুটি পবিত্র চুল একে অপরের সাথে জড়িয়ে থাকত, কিন্তু যখন তাদের সামনে হুযূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার উপর দরূদ শরীফ পড়া হত, তখন সেই দুটি পবিত্র চুল আলাদা আলাদা হয়ে সোজা হয়ে যেত।

پڑھیئے جدوں درودتے زلفاں جھوم دیاں | ویکھے عجب خصال نے تیریاں زلفاں دے

পড়হইয়ে জাদদু দরুদ তে যুলফাঁ ঝুম দায়ইয়াঁ
ওয়েখেঁ আজব খিসাল নে তেরিয়াঁ যুলফাঁ দে

(২) দ্বিতীয় পূর্ণতা হলো, একবার ৩ জন লোক যারা এই অলৌকিক ঘটনাকে অস্বীকার করত, তারা এসে তর্ক শুরু করে দিল যে, এমনটা কিভাবে সম্ভব? হুযূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নে এসে কাউকে চুল কিভাবে দান করতে পারেন? স্বপ্ন তো স্বপ্নই হয়, এর সাথে বাস্তবতার

কোনো সম্পর্ক নেই। এই যুক্তিতে তারা তিনজনই পবিত্র চুল পরীক্ষা করতে চাইল। আমি বেয়াদবির ভয়ে এতে রাজি হলাম না। কিন্তু কী করা যায়? বিতর্ক দীর্ঘ হয়ে গেল, অবশেষে আমার আত্মীয়রা সেই পবিত্র চুলগুলো তুলে রোদে নিয়ে গেল। সাথে সাথে মেঘ এসে ছায়া করে দিল, অথচ রোদ তীব্র ছিল, মেঘের মৌসুমও ছিল না। এটা দেখে তাদের মধ্যে একজন তাওবা করল এবং মেনে নিল যে, আসলেই এটা রাসূলে খোদা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই পবিত্র চুল। অন্য ২ জন অস্বীকারকারী বলল: এটা কাকতালীয় ঘটনা। তাই দ্বিতীয়বার আবার পবিত্র চুল রোদে নিয়ে যাওয়া হল, এবারও মেঘ সাথে সাথে হাযির হয়ে রোদ থেকে আড়াল করে দিল। এবার দ্বিতীয় অস্বীকারকারীও মেনে নিল এবং তাওবা করল। তৃতীয় জন তখনও আটকে ছিল, তাই তার সন্তুষ্টির জন্য পবিত্র চুল তৃতীয়বার রোদে নিয়ে যাওয়া হল, এবারও একই ঘটনা ঘটল, সাথে সাথে মেঘ এসে সেবা করল, এবার তৃতীয় জনও মেনে নিল এবং তাওবা করল।

ہم سیہ کاروں پہ یارَبّ! تپشِ محشر میں
سایہ افگن ہوں ترے پیارے کے پیارے گیسو

হাম সিয়াহ কারোঁ পে ইয়া রব! তাপশে মেহশর মে
সায়াহ আফগান হো তেরে পিয়ারে কে পিয়ারে গেসো

(হিদায়িখে বখশিশ, ১১৯ পৃ:)

ব্যাখ্যা: হে আল্লাহ পাক! কিয়ামতের দিন যখন সূর্য এক মাইল দূরত্বে থেকে আগুন বর্ষণ করবে, তামার মাটি উত্তপ্ত থাকবে, সেই সময় তোমার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় চুলগুলোর ছায়া আমাদের নসীব করো।

(৩) তৃতীয় পূর্ণতা হলো, একবার কিছু লোক পবিত্র চুলগুলো দেখতে এসেছিল। যে বাক্সে সেই পবিত্র চুলগুলো ছিল, আমি সেটি বাইরে নিয়ে এলাম। অনেক লোক জড়ো হয়েছিল, আমি তালা খোলার জন্য চাবি লাগালাম কিন্তু তালা খুলল না। অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু তালা খুলল না। তারপর আমি আমার হৃদয়ের দিকে মনোযোগ দিলাম, তখন জানতে পারলাম যে এই দর্শনার্থীদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি জুনুবী অর্থাৎ তার উপর গোসল ফরয। এই কারণে তালা খুলছে না। আমি পর্দা রক্ষা করে সবাইকে বললাম, যাও এবং আবার পবিত্রতা অর্জন করে এসযখন সেই জুনুবী ! ব্যক্তি জনসমাবেশ থেকে বাইরে গেল তখন তালা সহজেই খুলে গেল , এবং আমরা সবাই যিয়ারত করলাম।

(আনফাসুল আরিফীন (অনুবাদকৃত), ১১৭ পৃ:, সামান্য পরিবর্তন সহকারে)

کعبۂ جاں کو پنھایا ہے غلافِ مشکیں

اُڑ کر آئے ہیں جو اَبرو پہ تمہارے گیسو

কাবায়ে জাঁ কো পিনহায়া হে গিলাফ মুশকি

উড় কর আয়ে হাঁয় জো আবরো পে তুমহারে গেসো

ব্যাখ্যা: জুলফে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উড়ে কখনো পবিত্র চেহারার উপর আসত। এই শে'রে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই সুন্দর দৃশ্যটি বর্ণনা করেছেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন আপনার পবিত্র জুলফ উড়ে পবিত্র চেহারাকে ঢেকে নেয়, তখন এমন মনে হয় যেন কাবা শরীফকে সুগন্ধে ভরা একটি গেলাফ পরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পবিত্র চুল শিফাদানকারী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আলহামদুলিল্লাহ! রাসূলে খোদা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুশকিল কুশা, হাজত রাওয়া। আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে তাঁর পবিত্র চুলকেও এই মর্যাদা দান করা হয়েছে যে, পবিত্র চুলের বরকতে প্রতিটি রোগ থেকে আরোগ্য লাভ হয়। রেওয়ায়েতসমূহে রয়েছে: হুদায়বিয়া নামক স্থানে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চুল কেটে সমস্ত চুল মুবারক একটি সবুজ গাছে রেখেছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمۡ اَجۡمَعِین সেই গাছের নিচে সমবেত হলেন এবং একে অপরের কাছ থেকে চুলগুলো নিতে লাগলেন। হযরত উম্মে উমারা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا বলেন যে, আমিও কিছু চুল সংগ্রহ করেছিলাম। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাহ্যিক ওফাতের পর যখন কেউ অসুস্থ হত, তখন আমি সেই পবিত্র চুলগুলো পানিতে ডুবিয়ে রোগীকে পানি পান করাতাম, এতে আল্লাহ পাক তাকে সুস্থতা দান করতেন। **(মাদারিজুন নবুয়ত, ওয়াসলে কাশতন সাহাবা শাতরান, অংশ: ২, পৃ: ২১৭)**

وہ کرم کی گھٹا گیسوئے مشک سا | لکّہٴ اَبرِ رأفت پہ لاکھوں سلام

ওহ করম কি ঘঠা গেসোয়ে মুশক সা | লাককায়ে আবরে রা'ফাত পে লাখো সালাম

ব্যাখ্যা: সায়্যিদি আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: ক্ষমা ও দয়ার কালো মেঘ অর্থাৎ মুস্তফার চুল মুবারক, যা থেকে কস্তুরীর চেয়েও বেশি সুগন্ধ আসত, সেই দয়ার মেঘের টুকরাগুলোতে (পবিত্র চুল মুবারকে) লক্ষ লক্ষ সালাম।

চুল মুবারক দ্বারা শিফা পাওয়া যায়

হযরত উসমান বিন আবদুল্লাহ বিন মাওহাব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে এক বাটি পানি দিয়ে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর কাছে পাঠিয়েছিল। হযরত উম্মে সালামা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا হুযূরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র চুল একটি ছোট বাক্সে রেখেছিলেন। আমি বাক্সে উঁকি দিয়ে কয়েকটি লাল চুল দেখলাম। **(বুখারী, কিতাবুল লিবাস, বাবু মা ইয়াযকুরু ফিশ শাইবি, ১৪৮০ পৃ:, হাদিস: ৫৮৯৬)**

হযরত আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই পবিত্র হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন: উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর কাছে হুযূর আনওয়ার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কিছু পবিত্র চুল ছিল, যা তিনি একটি রূপার ছোট বাক্সে রেখেছিলেন। মানুষ যখন অসুস্থ হত, তখন তারা এই পবিত্র চুলগুলো থেকে বরকত লাভ করত এবং সেগুলোর বরকতে আরোগ্য কামনা করত। রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র চুল একটি পানির পাত্রে রেখে সেই পানি পান করত, ফলে তারা আরোগ্য লাভ করত।
(উমদাতুল ক্বারী, কিতাবুল লিবাস, বাবু ইয়াযকুরু ফিশ শাইবি, খন্ড: ১৫, পৃ: ৯৪, হাদিসের পাদটীকা: ৫৮৯৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই পবিত্র হাদিস থেকে ২টি মাসআলা জানা গেল: (১) সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ হুযূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র চুল বরকতের জন্য নিজেদের ঘরে রাখতেন। (২) সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ পবিত্র চুলগুলোর প্রতি অসাধারণ আদব ও সম্মান প্রদর্শন করতেন যে, সেগুলোকে রাখার জন্য বিশেষ ও মূল্যবান ছোট বাক্স তৈরি করতেন এবং তাতে সুগন্ধি মাখাতেন।
(মিরাতুল মানাজীহ, খন্ড: ২, পৃ: ২৪৯, সামান্য পরিবর্তন সহকারে)

পবিত্র চুলের সম্মান করা ফরয

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আয়াত ও আহাদীসের নকশা (অর্থাৎ পৃষ্ঠায় দৃশ্যমান শব্দাবলী) এর সম্মান করা যেমন ফরয, তেমনি হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রিদা (চাদর) ও কামিস বিশেষত নখ ও পবিত্র চুলের (সম্মান করাও ফরয)।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, খন্ড: ৯, পৃ: ১১৮-১১৯ সামান্য পরিবর্তন সহকারে)

পবিত্র চুল বিজয় দানকারী

হে আশিকানে রাসূল! !اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه আমাদের আক্বা ও মাওলা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র চুল শিফাদানকারীও, এর সাথে সাথে বিজয় দানকারীও। হ্যাঁ! পবিত্র চুলের বরকতে বিপদ দূর হয় এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর বরকতে সফলতা নসিব হয়। যেমন প্রসিদ্ধ সাহাবীয়ে রাসূল হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন যে (সৌভাগ্যক্রমে) হুযূর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র কপালের চুল আমার কাছে ছিল। আমি সেগুলোকে আমার টুপির সামনে সেলাই করে রেখেছিলাম। (এই চুলগুলোর বরকত ছিল যে,) সারা জীবন প্রতিটি জিহাদে বিজয় ও সাহায্য লাভ হত। **(মু'জামু কবীর, খন্ড: ৩, পৃ: ৩৭১৪)**

فقط اس واسطے خالد نے ہر اک معرکہ جیتا

انہوں نے ٹوپی میں رکھے میرے سرکار کے گیسو

ফাক্বত ইস ওয়াস্তে খালিদ নে হার ইক মা'রিকা জিতা

উনহো নে টোপি মে রাখখি মেরে সরকার কে গেসো

অমুসলিম সৈন্যদের পা সরে গিয়েছিল

একবার হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সামান্য সৈন্য নিয়ে সিরিয়ায় জাবালা বিন আইহামের জাতির বিরুদ্ধে অভিযানে গেলেন এবং টুপি বাড়িতে ভুলে গেলেন। যখন যুদ্ধ শুরু হল, তখন রোমানদের বড় অফিসার নিহত হল। তখন জাবালা সমস্ত সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিল যে, মুসলমানদের উপর একসাথে কঠিন আক্রমণ কর। আক্রমণের সময় সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর অবস্থা সংকটময় হয়ে পড়ল। এমনকি রাফে বিন উমায়রা তায়ী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বললেন: আজ মনে হচ্ছে আমাদের মৃত্যু এসে গেছে। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: তুমি ঠিকই বলছ, এর কারণ হল আমি আজ টুপি বাড়িতে ভুলে এসেছি (যাতে হুযূর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র চুল ছিল)।

একদিকে এই অবস্থা ছিল, অন্যদিকে সেই রাতে হুযূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত আবু উবাইদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর স্বপ্নে এলেন। হযরত আবু উবাইদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইসলামী সেনাবাহিনীর আমির ছিলেন। নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অদৃশ্যের খবর দিয়ে বললেন: (হে আবু উবাইদা!) তুমি এই মুহূর্তে ঘুমাচ্ছ, ওঠো এবং খালিদ বিন ওয়ালিদের সাহায্যে পৌঁছাও! কাফেররা তাদের ঘিরে ফেলেছে।

হযরত আবু উবাইদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তৎক্ষণাৎ উঠলেন এবং সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে দ্রুত রওনা হলেন। পথে হযরত আবু উবাইদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একজন অশ্বারোহীকে দেখলেন যে ঘোড়া চালিয়ে তাদের এগিয়ে যাচ্ছে। এটা দেখে তিনি কিছু দ্রুতগামী অশ্বারোহীকে নির্দেশ দিলেন যে, এই

অশ্বারোহীর খবর নাও! অশ্বারোহীরা যখন কাছাকাছি পৌঁছাল, তখন ডেকে বলল: হে বীর অশ্বারোহী! একটু দাঁড়াও! এটা শুনেই সে দাঁড়িয়ে গেল। জানা গেল যে, সে ছিল হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর স্ত্রী। হযরত আবু উবাইদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সফরের কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল: হে আমির! যখন রাতে আমি শুনলাম যে আপনি ইসলামী সেনাবাহিনীতে ঘোষণা করিয়েছেন যে, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে শত্রুরা ঘিরে ফেলেছে, দ্রুত প্রস্তুত হয়ে যাও! তখন আমি মনে করেছিলাম যে, তারা কখনো ব্যর্থ হবে না কারণ তাদের সাথে হুযূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র চুল রয়েছে। কিন্তু যেই আমি দেখলাম, আমার চোখ তাদের টুপির উপর পড়ল যাতে পবিত্র চুল মুবারক ছিল। অত্যন্ত দুঃখ হল এবং তখনই রওনা হলাম যে, কোনোভাবে তাদের কাছে টুপি পৌঁছে দিই। হযরত আবু উবাইদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: আল্লাহ তোমাকে বরকত দিক। সেও তাদের সাথে সেনাবাহিনীতে যোগদান করল।

হযরত রাফে বিন উমায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, যিনি হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে ছিলেন, বলেন: অবস্থা এমন ছিল যে আমরা আমাদের জীবন থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গিয়েছিলাম, হঠাৎ তাকবীরের আওয়াজ এল। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দেখলেন যে, এই আওয়াজ কোথা থেকে এল। যখন রোমানদের সেনাবাহিনীর দিকে নজর পড়ল, তখন কী দেখলেন যে কিছু অশ্বারোহী তাদের পিছু ধাওয়া করছে এবং হতবুদ্ধি হয়ে পালিয়ে আসছে। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঘোড়া চালিয়ে একজন অশ্বারোহীর কাছে পৌঁছালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে, হে বীর অশ্বারোহী! তুমি কে? সে উত্তর দিল: আমি আপনার

স্ত্রী উম্মে তামিম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا, আপনার পবিত্র টুপি এনেছি যার বরকতে শত্রুদের উপর বিজয় লাভ করা যেত। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পবিত্র টুপি পরলেন। হাদিস বর্ণনাকারী শপথ করে বলেন যে, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ টুপি পরে যখন কাফেরদের উপর আক্রমণ করলেন, তখন কাফেরদের সেনাবাহিনীর পা সরে গেল এবং মুসলমানরা বিজয় লাভ করল।

(ফাতহুশ শাম, জাবলাতু ইয়াহারিবু খালিদা, খন্ড: ১, পৃ: ১৪২-১৪৫ সারসংক্ষেপ)

لیئے آئی اُمِّ تمیم جو ٹوپی فتح تھی اس میں
بدل دیں جنگ کے نقشے میرے سرکار کے گیسو

লিয়ে আয়ি উম্মে তামিম জো টোটি ফাতাহ থি উস মে
বদল দেয় জঙ্গ কে নকশে মেরে সরকার কে গেসো

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

পবিত্র চুল মুবারক ওলীদের সাহায্যকারী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পবিত্র চুলের ২টি গুরুত্বপূর্ণ বরকত হল: (১) পবিত্র চুল শিফাদানকারী (২) পবিত্র চুল আল্লাহ পাকের দান থেকে মুশকিল কুশা, হাজত রাওয়া এবং ফাতাহ বক্স। পবিত্র চুল মুবারকের তৃতীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বরকত হল যে, اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ! আমার প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় প্রিয় পবিত্র চুল মুবারক আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে ওলীকেও দানকারী। হ্যাঁ! পবিত্র চুলের আদব ও সম্মান করার বরকতে আল্লাহ পাক বেলায়াতও দান করেন। সায়্যিদি দাতা গঞ্জ বখশ হাজভেরি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: হযরত আবুল আব্বাস মাহদি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ মারু নামক

অঞ্চলের একটি সচ্ছল ও সমৃদ্ধ পরিবারের উজ্জ্বল প্রদীপ ছিলেন। পিতার ইন্তেকালের পর তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচুর ধনসম্পদ লাভ করেন। একবার তিনি জানতে পারলেন যে, অমুক ব্যক্তির কাছে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুটি পবিত্র চুল মুবারক রয়েছে। তাঁর মনে পবিত্র চুলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা জাগল, তাই তিনি সেই পবিত্র চুলগুলো কিনে নিলেন। শুধু এই পবিত্র চুলগুলোর বরকতেই আল্লাহ পাক তাকে তাওবার তৌফিক দান করলেন এবং তাকে বেলায়েতের মর্যাদাও দান করলেন।

দাতা হুযূর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: খাজা মাহদি সায়্যিয়ারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত খাজা আবু বকর ওয়াসতি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন এবং তার খেদমতে থেকে এমন মর্যাদা লাভ করেন যে, বেলায়েতে ইমাম হিসেবে গণ্য হন। হযরত খাজা মাহদি সায়্যিয়ারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ওফাতের সময় এই ওসিয়ত করেছিলেন যে, এই দুটি পবিত্র চুল যেন আমার মুখে রেখে দেওয়া হয়। তদনুসারে তাঁর ওসিয়তের উপর আমল করা হয়। তাঁর পবিত্র মাজার মারূ নামক অঞ্চলে অবস্থিত। মানুষ তাঁর পবিত্র মাযারে উপস্থিত হয়, নিজেদের প্রয়োজন পেশ করে এবং আল্লাহ পাক নিজের কামিল ওলীর সদকায় মানুষের উপর রহমতের দৃষ্টি দান করেন।

(কাশফুল মাহজুব, ২৩৪-২৩৫ সামান্য পরিবর্তন)

خدمت تری اعزاز مرا موئے مبارک ہے حامل درجاتِ عُلیٰ موئے مبارک

খিদমত তেরি এযায মেরা মুয়ে মুবারক
হে হামিল দারাজাতে উলা মুয়ে মুবারক

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে পবিত্র চুলের বরকত নসিব করুক, اَلْحَمْدُ لِلّٰه! আজও অনেক আশিকে রাসূলের কাছে পবিত্র চুল বিদ্যমান রয়েছে, এই আশিকরা মাঝে মাঝে মানুষকে সেগুলোর যিয়ারত করিয়ে থাকেন। যখনই সুযোগ আসে, আমাদের উচিত খুব আদব ও সম্মানের সাথে, পাক–পবিত্র হয়ে, ভালো কাপড় পরে, দরূদ শরীফ পড়তে পড়তে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পবিত্র চুলের যিয়ারত করে নেওয়া।

زیارت گیسوؤں کی ہے نبی کی دید کا حِصَّہ
وہ ہے خوش بخت جو دیکھے میرے سرکار کے گیسو

যিয়ারত গেসোঁ কে হে নবী কি দিদ কা হিসসা
ওহ হে খুশ বখত জো দেখে মেরে সরকার কে গেসো

আল্লাহ পাক! জীবনে বারবার আমাদের এই সৌভাগ্য নসিব করুক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফায়যানে হাদিস মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামীর আইটি ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে অত্যন্ত উপকারী মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ‘ফয়যানে হাদিস’ **Play Store** এবং **App Store** দেওয়া হয়েছে। এই অ্যাপ্লিকেশনে আপনারা হাদিস শরীফের বিখ্যাত কিতাবসমূহ পাবেন, যেমন: ✯ مِشْكٰوةُ الْمَصَابِيْح এবং এর উর্দু ব্যাখ্যা مِرْاٰةُ الْمَنَاجِيْح ✯ اَرْبَعِيْنِ نَوَوِيَّه

উর্দু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ ✯ رِیاضُ الصَّالِحِین উর্দু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ ✯ اَنْوَارُ الْحَدِیْث (উর্দু) ✯ এবং مُنْتَخَب اَحَادِیث (উর্দু) ✯ أَربَعِیْنِ حَنَفِیَّه (উর্দু) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ✯ এই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে আপনারা আহাদীসে কারীমাকে কিতাবের আকারেও (অর্থাৎ খণ্ড অনুসারে) পড়তে পারবেন এবং বিভিন্ন বিষয় অনুসারে নিজেদের কাঙ্ক্ষিত বিষয়ও অধ্যয়ন করতে পারবেন ✯ সার্চ অপশনের সাহায্যে সম্পূর্ণ কিতাব অথবা একটি খণ্ডে বিভিন্ন শব্দ বা সম্পূর্ণ বাক্য দিয়ে অনুসন্ধানের সুবিধাও রয়েছে ✯ হাদিস শরীফের আরবী শব্দ, তার অনুবাদ এবং ব্যাখ্যায় আলাদা আলাদা অনুসন্ধান করা যায় ✯ হাদিস শরীফের আরবী মূলপাঠ মতন (স্বরচিহ্ন) সহ এবং ইরাব ছাড়া, উভয়ভাবে দেখার সুবিধা রাখা হয়েছে ✯ অধ্যয়নের নোট সংরক্ষণের জন্য পছন্দের হাদিসকে **Favorite** করার বিকল্পও দেওয়া হয়েছে ✯ বিভিন্ন ফন্ট এবং হাদিস শেয়ার করার সুবিধাও দেওয়া হয়েছে। আজই আপনার মোবাইলে এই অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করুন! নিজেও হাদিস শরীফের ফয়যান উপভোগ করুন! এবং অন্যদেরও উৎসাহিত করুন!

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

বয়ানের সমাপ্তির দিকে এসে আসুন! একটি শরয়ী মাসআলা শুনি:

সঠিক কোনটি?

(সঠিক শরয়ী মাসআলা এবং জনগণের মধ্যে প্রচলিত ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ)

মাসআলা: রবিউল আউয়ালের মুবারকবাদ দেওয়ার কারণে জান্নাত ওয়াজিব হওয়ার কোনো রেওয়ায়েত নেই।

ব্যাখ্যা: কিছু লোকের মধ্যে এই কথাটি প্রচলিত আছে, বরং অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন পোস্টও পাঠাতে থাকে, যেখানে এই ধরনের কথা লেখা থাকে, যে ব্যক্তি রবিউল আউয়ালের প্রথম মুবারকবাদ দিবে, হাদিস শরীফে আছে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। مَعَاذَاللہ! এটা অত্যন্ত দুঃসাহসিক কথা, এমন কোনো রেওয়ায়েত হাদিসের কিতাবসমূহে বিদ্যমান নেই। রবিউল আউয়াল শরীফ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মুবারক মাস, অত্যন্ত মহিমান্বিত ও মর্যাদাপূর্ণ মাস, কিন্তু এই বরকতময় মাস আসার মুবারকবাদ দেওয়ার কারণে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়, এই কথাটি বানোয়াট। আর মনে রাখবেন! বানোয়াট কথা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্বন্ধ করা হারাম। হাদিস শরীফে আছে: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّاْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করল, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নিল।"

(বুখারী, কিতাবুল ইলম, বাবু ইছমুন মান কাযযাবা আলান নবী, ১০৩ পৃ:, হাদিস: ১১০)

এবং যাচাই–বাছাই ছাড়া প্রতিটি শোনা কথা সামনে ছড়ানো উচিত নয়। হাদিস শরীফে আছে: كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ "মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে প্রতিটি শোনা কথা বর্ণনা করে।" **(মুসলিম, আল মুকাদ্দামা, বাবুন নাহী আনিল হাদিস বিকুল্লি মা সামিআ, ১২ পৃ:, হাদিস: ৫)** তাই এমন

রেওয়ায়েত সম্বলিত মেসেজ এবং পোস্ট শেয়ার করা থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত জরুরি। **(দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত, অপ্রকাশিত, ফতোওয়া নাম্বার: ৪৮৯৩ Pin)** আল্লাহ পাক আমাদেরকে সঠিক ইসলামী আহকাম শেখার এবং সেগুলোর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আসমাউল হুসনার বরকত (ওয়াযীফা)

يَا كَبِيْرُ

যে ব্যক্তি ৯ বার 'يَا كَبِيْرُ' পাঠ করে কোনো অসুস্থ ব্যক্তির উপর ফুঁক দেবে, সে সুস্থ হয়ে যাবে। اِنْ شَآءَ الله!

আল্লাহ পাক আমাদের আমলের তাওফীক দান করুন।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد